''পুরানো সংস্কার গুলিকে দূর করে নিজের নিজস্ব সংস্কার গুলিকে ধারণকারী এভাররেডি হও''

আজ বাপদাদা নিজের চতুর্দিকের বাবার লভ এ লভলীন আর লাকী বাচ্চাদেরকে দেখছেন। এক একজন বাচ্চার ভাগ্যের প্রতি বাবাও গর্ব অনুভব করেন যে, আমার বাচ্চারা বর্তমান সময়ে এতখানি মহান যে সমগ্র কল্পে দেবতা স্বরূপে হোক, ধর্ম নেতাদের রূপে হোক, মহাত্মাদের রূপে হোক অথবা পদমপতি আত্মাদের রূপে, এতখানি ভাগ্যই কারো নেই, যতখানি ভাগ্য ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তোমাদের। তো নিজের এই রকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে নিজের স্মৃতিতে রাখো? সর্বদা এই অনাহত (অনহদ) গীত মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকে কি যে, বাঃ ভাগ্য বিধাতা বাবা আর বাঃ আমি শ্রেষ্ঠ আত্মার ভাগ্য! এই ভাগ্য-সঙ্গীত সদা অটোমেটিক বাজতে থাকে? বাবা বাচ্চাদেরকে দেখে দেখে সদা প্রফুল্লিত হন। বাচ্চারাও উৎফুল্ল হয়, কিন্তু কখনো কখনো মাঝে মাঝে নিজের ভাগ্যকে ইমার্জ (মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখা) করার বদলে মার্জ করে দেয়। বাবা যখন দেখেন যে, বাচ্চার মধ্যে নিজের সৌভাগ্যের নেশা আর নিশ্চয় মার্জ হয়ে যায়, তখন বাবা কি বলবেন? ড্রামা। কিন্তু বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে সর্বদাই ভাগ্যের স্মৃতি স্বরূপ দেখতে চান। তোমরা নিজেরাও চাও, 'কিন্তু'... মাঝখানে এসে যায়। যাকে জিজ্ঞাসা করো সব বাচ্চাই এই লক্ষ্য রেখেই চলছে যে, আমাকে বাবার সমান হতেই হবে। লক্ষ্য তো খুব ভালো। লক্ষ্য যখন শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত ভালো, তবে কেন কখনো ইমার্জ রূপ, কখনো মার্জ রূপ? এর কারণ কী? বাপদাদার কাছে খুব ভালো ভালো প্রতিজ্ঞাও করে থাকে, আন্তরিক বার্তালাপও করে, তবুও লক্ষ্য আর লক্ষণের তফাৎ কেন? তো বাপদাদা রেজাল্টে দেখলেন যে এর কারণ কি? এমনিতে তো তোমরা সবাই তা জানো, কোনো নতুন কিছু নয়, তাও বাপদাদা রিভাইস করিয়ে দিচ্ছেন।

বাপদাদা দেখেছেন তিনটি জিনিস রয়েছে - এক হলো, ভাবা, সংকল্প করা। দ্বিতীয় হলো বলা, বর্ণন করা আর তৃতীয় হলো কর্মে প্র্যাকটিক্যাল অনুভবে আর আচরণে নিয়ে আসা, কর্মে নিয়ে আসা। তো এই তিনের সমান ব্যালেন্স কম রয়েছে। যখন ব্যালেন্স থাকছে তখন নিশ্চয় আর নেশা ইমার্জ হচ্ছে আর যখন ব্যালেন্স কম তখন নিশ্চয় আর নেশা মার্জ হয়ে যাচ্ছে । রেজাল্টে দেখা গেছে যে, কোনো কিছু ভাবার গতি অত্যন্ত ভালো আর ফাস্টও। দ্রত বলতে পারা আর নেশা সেটাও ৭৫ পার্সেন্ট ঠিক আছে। বলার ক্ষেত্রে মেজরিটি কুশলও কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল আচরণে তাকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে টোটাল মার্কস কম। সুতরাং দুটি বিষয়ে ঠিক আছে কিন্তু তৃতীয় বিষয়ে অনেক কম রয়েছে। তার কারণ? সংকল্পও যখন ভালো, শব্দের প্রয়োগও খুব সুন্দর থাকে তাহলে প্র্যাকটিক্যাল কম কেন হয়ে যাচ্ছে? এর কারণ কী? সেটা জানো? হ্যাঁ কিম্বা না বলো। খুব ভালো ভাবেই তা জানো তোমরা। কাউকে কোনো টপিকের উপরে ভাষণ করতে বললে অথবা ক্লাস করাতে বললে কতো সুন্দর ক্লাস করিয়ে দেবে তারা। আর অত্যন্ত নিশ্চয়, নেশার সাথে দীপ্তিময় ভাষণও করবে, ক্লাসও করাবে। বাপদাদা সকলের ক্লাস শোনেন যে, কে কী বলছে। মনে মনে মুগ্ধ হয়ে হাসেন - বাঃ! বাঃ বাচ্চা বাঃ!

মূল কথা হলো - বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, এটা রিভাইস কোর্স চলছে। তো বাবা বলেন, কারণ হলো একটিই, বেশীও নয়, একটিই কারণ আর বাপদাদা মনে করেন যে কারণকে নিবারণ করা বেশী কঠিনও নয়, খুবই সহজ। খুব সহজ জিনিসকে বাচ্চারা কঠিন বানিয়ে ফেলে। কঠিনও নয়, কঠিন বানিয়ে দেয় তারা। কেন? নেশাটা গুপ্ত (মার্জ) হয়ে যায় । একটিই কারণ, যা কিছু ধারণার কথা শুনছো, বলছোও, সেটা শক্তি গুলির রূপেই হোক, গুণ গুলির রূপেই হোক, খুব ভালো ভালো ধারণার কথা গুলো বলে থাকো তোমরা, এত ভালো বলে থাকো যে, যারা শুনছে, জ্ঞানীই হোক কিম্বা অজ্ঞানী, শোনার পরে খুব ভালো খুব ভালো বলে খুশীর করতালি বাজাতে থাকে, খুব প্রশংসিতও হয়। কিন্তু, কতো বার 'কিন্তু' কথাটা এলো? এই 'কিন্তু'ই বিঘ্নের সৃষ্টি করে। 'কিন্তু' শব্দ সমাপ্ত হওয়া অর্থাৎ বাবার সমান সমীপে আসা আর বাবার সমীপে আসা মানে সময়কে সমীপে নিয়ে আসা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত 'কিন্তু' শব্দটা বলতে হচ্ছে। বাবার ভালো লাগে না, কিন্তু তাও বলতে হয়। তার কারণ কি? যে কথাই বলছো, ধারণও করছো, ধারণার রূপে ধারণ করছো আর সেই ধারণা কারো কিছুদিন, কারো আরো একটু বেশীদিন চলছে। কিন্তু ধারণা প্র্যাকটিক্যালে সর্বদা বৃদ্ধির দিকে যাতে যায় তারজন্য এটাই মুখ্য কথা হলো, দ্বাপর থেকে শুরু করে যেমন এই অন্তিম জন্ম পর্যন্ত যা কিছু অবগুণ বা দুর্বলতা /ঘাটতি রয়েছে, তারই ধারণা সংস্কারের রূপে তৈরী হয়ে গেছে। আর সংস্কার তৈরী হয়ে যাওয়ার কারণে পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। ছাড়তেও চাইছে, ভালো লাগছে না, তবুও বলছে কি করবো, আমার সংস্কারই যে এই রকম। তুমি মনে কিছু ক'রো না, আমার সংস্কারই এই রকম। সংস্কার তৈরী হয়েছে কীভাবে? তৈরী করেছো বলেই না! তো দ্বাপর থেকেই যখন এই উল্টো

সংস্কার তৈরী হয়ে গেছে, যার জন্য এক এক সময় তোমরা সেটা করতে বাধ্যও হয়ে পড়ছো, তা সত্ত্বেও বলতে থাকো যে, কী করবো, সংস্কার যে! তো সংস্কার সহজ, না চাইলেও প্র্যাকটিক্যালে চলে আসে তাই না! কারো ক্রোধ চলে আসে, তারপর কিছুক্ষণ পরে বলতে থাকে, কিছু মনে ক'রো না, সংস্কার বশতঃ হয়ে গেছে। ক্রোধকে সংস্কার বানিয়েছে, অবগুণকে সংস্কার বানিয়েছে আর গুণ গুলিকে কেন বানায়নি? ক্রোধ যেমন অজ্ঞানতার শক্তি আর জ্ঞানের শক্তি হলো শান্তি। সহ্য শক্তি রয়েছে। তো অজ্ঞানতার শক্তি ক্রোধকে খুব ভালো ভাবে সংস্কার বানিয়ে নিয়েছে। আর তাকে তোমরা ইউজও করছো আর তারপর ক্ষমাও চাইতে থাকছো যে, মাফ করে দাও, এরপর আর হবে না। তারপরও তা আরও বেশী করে হতে থাকে। তার কারণ কী? কারণ সংস্কার বানিয়ে দিয়েছো। তো বাপদাদা একটিই কথা বাচ্চাদেরকে বারে বারে বলে থাকেন যে, এখন প্রতিটি গুণকে, প্রতিটি জ্ঞানের কথাকে সংস্কার রূপে বানাও।

ব্রাহ্মণ আত্মাদের নিজস্ব সংস্কার কোনটি? ক্রোধ নাকি সহ্য শক্তি? কোনটা? সহ্য শক্তি, শান্তির শক্তি আছে না! তো অবগুণ গুলিকে তো সহজেই সংস্কার বানিয়ে দিয়েছো, ঠেসে ঠেসে ভিতরে ভরে দিয়েছো যাতে না চাইলেও বেরিয়ে আসতেই থাকে। সেই রকমই গুণকেও ঠেসে ঠেসে ভরে সংস্কার বানাও। আমার নিজস্ব সংস্কার কোনটা? এটা সর্বদা স্মরণে রাখো। সে তো রাবণের সম্পত্তিকে সংস্কার বানিয়ে দিয়েছো। পরের জিনিসকে নিজের বানিয়ে নিয়েছো। এখন বাবার সম্পদকে নিজের বানাও। রাবণের জিনিসকে সযত্নে রেখে দিয়েছো আর বাবার জিনিসকে উধাও করে দিচ্ছো, কেন? রাবণের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে! রাবণ প্রিয় তোমাদের কাছে নাকি বাবা প্রিয়? তোমরা সবাই তো বলবে বাবা সবথেকে প্রিয়, এটাই মন থেকে বলছো তো না? কিন্তু যাকে ভালো লাগে তার কথাও তবে নিশ্চয়ই হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে যাওয়া উচিত। কেউ যখন রাবণের সংস্কারের বশ হয়ে যায় আর তারপরে বলতে থাকে - বাবা তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি। বাবা জিজ্ঞাসা করেন কতটা ভালোবাসো? তখন বলে আকাশের থেকেও বেশী। বাবা শুনে খুশীও হন যে, কতো ভোলা বাচ্চা আমার! তবুও বাবা বলেন - সব বাচ্চাদের প্রতি বাবার প্রতিশ্রুতি হলো, অন্তর থেকে যদি একটিবারও "আমার বাবা" বলে দিয়েছো, মাঝে যদি তারপর ভুলেও যাও, কিন্তু একটি বারও যদি অন্তর থেকে বলো "আমার বাবা", তবে বাবাও বলেন, যেমনই হও, যেই রকমই হও, তুমি আমারই। নিয়ে তো তোমাকে যেতেই হবে। বাবা কেবল চান যে, বরযাত্রী হয়ে নয়, সজনী হয়ে যাবে। এ'কথা শুনে তো সকলেই বেশ খুশী হয়ে গেলে! নিজের উপরে হাসিও চলে আসছে।

এখন যখন শুনছো তখন নিজের উপরেই হাসি আসছে তো না! নিজের উপরে হাসি আসে আর যখন উত্তেজিত হয়ে যাও তখন চোখমুখ লাল হয়ে যায়। কিন্তু বাবা রেজাল্টে দেখেছেন যে, বাচ্চাদের মধ্যে একটি বিশেষত্ব খুব ভালো, সেটা কোনটা? পবিত্রতায় থাকা, এর জন্য যত কষ্টই সহ্য করতে হয়, যতজনই অপজিশন করার জন্য সামনে আসুক না কেন, কিন্তু এই ব্যাপারে ৭৫ পার্সেন্টই ঠিক আছে। কেউ কেউ একটু বানিয়েও বলে, কিন্তু তবুও ৭৫ পার্সেন্ট এই বিষয়ে পাশ হয়ে দেখিয়েছে। এখন এর পরে দ্বিতীয় সাবজেক্ট কোনটা আসে? দেহ-বোধ তো টোটাল হয়ে গেলো। কিন্তু দেখা গেছে যে, ক্রোধের সাবজেক্টে খুব কমজনই পাশ। তারা এই রকম মনে করে যে, ক্রোধ হয়তো কোনো বিকার নয়, এটা হলো শস্ত্র, বিকার নয়। কিন্তু ক্রোধ হলো জ্ঞানী তু আত্মার জন্য মহাশত্রু। কারণ ক্রোধ অনেক অনেক আত্মাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে আসার ফলে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় আর ক্রোধকে দেখে বাবার নামের অনেক গ্লানি হয়ে যায়। যারা বলার তারা তখন এটাই বলবে যে, দেখে নিয়েছি জ্ঞানী তু আত্মা বাচ্চারা কেমন। ক্রোধের অনেক রূপ রয়েছে। একটি মহান রূপকে তো তোমরা খুব ভালো ভাবেই জানো, দেখতেও পাওয়া যায় যে - এই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় - ক্রোধের সূক্ষ্ম স্বরূপ ভিতরে ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা হয়ে থাকে। এই স্বরূপে চিৎকার করে ওঠা বা বাইরে অন্য কোনো রূপ বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যেমন বাইরে প্রকাশিত ক্রোধ হয়ে থাকে, তো ক্রোধ তো অগ্নির রূপ তাই না, তাতে ভিতরে ভিতরে নিজেও জ্বলতে থাকে আর অন্যকেও জ্বালাতে থাকে। সেই রকম ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা - এ'সব যার মধ্যে রয়েছে, সে এই অগ্নির মধ্যে ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে। বাইরে থেকে অগ্নিশর্মা দেখাবে না, আর অগ্নিশর্মা মানে আসলে তার রঙ হলো কালো। ক্রোধের তৃতীয় রূপ হলো বেশ চতুর রূপ। সেটা কি? বলে থাকে বা এই রকম মনে করে থাকে যে, কখনো কখনো সিরিয়াসও হতে হয়। কখনো কখনো ল'কে হাতেও তুলে নিতে হয় - কল্যাণের জন্য। এখন সেটা কল্যাণ কিনা সেটা নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো। বাপদাদা কাউকেই ল'কে (আইনকে) হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি দেন না। কোথাও কোনো মুরলীতে বলেছেন কি যে, প্রয়োজনে ল'কে হাতে তুলে নাও? ক্রোধ ক'রো না? ল' হাতে তুলে নেওয়ার মতো ভিতরের রূপও আসলে ক্রোধেরই অংশ। নিমিত্ত আত্মা যারা রয়েছেন, তারাও ল' হাতে তুলে নেন না। বরং তাদের ল'কে রিভাইস করাতে হয়। কেউই ল' হাতে তুলে নেবে না। কিন্তু যারা নিমিত্ত রয়েছেন, বাবার দ্বারা যে ল' বানানো হয়েছে, তাকে তারা রিভাইস করাবেন। নিমিত্ত

যারা রয়েছেন তাদের এই অনুমতিটুকু দেওয়া রয়েছে, সকলকে নয়।

আজ বাপদাদা একটু অফিসিয়াল শিক্ষা দিচ্ছেন, ভালোবাসার সাথে গ্রহণ করো, কেননা বাপদাদা বাচ্চাদের লেখা এবং কৃত প্রতিজ্ঞা দেখে ও শুনে স্মিত হাসছেন। এখন বাপদাদা শোনাচ্ছেন যে প্রতিটি গুণকে নিজের সংস্কার বানাও। আন্ডারলাইন করেছো? তো এখন থেকে এটাই বলবে যে - শান্ত স্বরূপে থাকা, সহনশীল হওয়া - এটা তো আমার সংস্কার হয়ে গেছে। পুনরায় বাপদাদা যখন মিলিত হতে আসবেন, তো এগুলিকে নিজের সংস্কার বানিয়ে বাপদাদার সামনে এই ৫-৬ মাসে করে দেখাবে। এইজন্য আজ রেজাল্ট শোনাচ্ছেন। ক্রোধের রিপোর্ট অনেক আসে। ছোটো-বড় ভিন্ন-ভিন্ন রূপে ক্রোধ করে। এখন বাপদাদা বেশী কিছু বলবেন না, কিন্তু কাহিনীটি অত্যন্ত মজার। এইজন্য আজ থেকে ক্রোধকে কি করবে? বিদায় দেবে? (সবাই করতালি দিচ্ছে) দেখো, করতালি দেওয়া খুব সহজ কিন্তু ক্রোধের তালি যেন না বাজে। বাপদাদা এটা বারংবার শুনতে চাইছেন না, তথাপি করুণা হয়, তাই শুনে নেন। তো এখন থেকে এটা বলবে না যে বাবা প্রতিজ্ঞা তো করেছি কিন্তু... পুনরায় (ক্রোধ) এসে গেছে, কি করবো! চাইনা কিন্তু এসে যায়। তুমিই একটু মায়াকে বুঝিয়ে বলো, ক্রোধকে বুঝিয়ে বলো যাতে আর না আসে। তো এই পুরুষার্থও বাবা করবেন আর বাচ্চারা শুধু প্রালব্ধ নেবে? এই পরিশ্রমও বাবা করবেন? তো এইরকম প্রতিজ্ঞা করবে না, যার রেজাল্ট আবার ৫ মাস পর দেখবো। যদিও তোমরা বলো বা না বলো, বাবার কাছে তো পৌঁছেই যাবে। এইরকম রেজাল্ট যেন না হয় যে - কি করবো, হয়ে যায়, পরিস্থিতি এইরকমভাবে আসে, কথা অনেক লম্বা হয়ে যায় তাই না! বাবাকেও বোঝানোর প্রচেষ্টা করে, বড়ই হুশিয়ার বাচ্চা। বলে যে বাবা ছোটো-খাটো বিষয় আমরা অতিক্রম করে ফেলি, এই পরিস্থিতিটা অনেক বড় ছিল, তাই না! এখন, দোষ কার? পরিস্থিতির। আর মুখে কি বলে? এলো আর গেলো। ৫ হাজার বছর পর পুনরায় এই পরিস্থিতি আসবে। ৫ হাজার বছর পর যে পরিস্থিতি আসবে তার উপর দোষ আরোপ করে। এইরকম করো'না। কি করবো...! এটা সংকল্পেও নিয়ে এসো না। বাপদাদা বিশেষ করে ক্রোধের জন্যই কেন বলছেন? কেননা যদি ক্রোধকে তোমরা বিদায় দিয়ে দাও তাহলে ক্রোধের মধ্যেই লোভ, ইচ্ছা সব চলে আসে। লোভ কেবল টাকা পয়সা আর খাওয়াদাওয়াতেই হয় না, ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের, তা জ্ঞানের বা অজ্ঞানের, যেকোনও ইচ্ছা - এটাও হলো লোভ। তো ক্রোধকে সমাপ্ত করলে লোভ স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যায়, অহংকারও সমাপ্ত হয়ে যায়। অভিমান আসে তাই না- আমি বড়, আমি বুঝদার, আমি জানি - এ নিজেকে কি মনে করে! তখন ক্রোধ এসে যায়। তো অভিমান আর লোভ এটাও সাথে সাথে বিদায় নিয়ে নেবে। এইজন্য বাপদাদা বিশেষ লোভের জন্য না বলে ক্রোধকে আন্ডারলাইন করাচ্ছেন। তো সংস্কার বানাবে? এখন সবাই হাত তোলো আর সকলের ছবি তোলো। (সবাই হাত তুলেছে) এখন অল্প স্বল্প অভিনন্দন জানাচ্ছেন, বেশী নয়, আর যখন পুনরায় রেজাল্ট দেখবেন তখন বতনের দেবতারাও, স্বর্গের দেবতারাও তোমাদের উপর বাঃ বাঃ - এর পুষ্প বর্ষণ করবেন।

আজ থেকে প্রত্যেকে নিজেকেই দেখবে - অন্যদেরকে দেখবে না। অন্যদের মধ্যে এইসব অবগুণ দেখার আগে মনের চোখ বন্ধ করে দেবে। এই চোখ তো বন্ধ করতে পারবে না, তাই না, কিন্তু মনের চোখ বন্ধ করে দেবে - দ্বিতীয় জন ক্রোধ করছে নাকি তৃতীয়জন ক্রোধ করছে - এটা আমার দেখার দরকার নেই। বাবা এতটাই ফোর্স (জোর) দিয়ে বলছেন যে যদি কোনও ব্যতিক্রমী মহারথীও এমন কোনও বিকর্ম করে, তাহলেও দেখা বা শোনার পরিবর্তে মনকে অন্তর্মুখী করে নেবে। হাসির কথা শোনাবো - বাপদাদা আজ স্পষ্ট শোনাচ্ছেন, খারাপ লাগছে না তো? আচ্ছা - আর একটা স্পষ্ট কথা শোনাচ্ছেন - বাপদাদা দেখেছেন যে - বেশীরভাগ বাচ্চাই সময়ে সময়ে, সর্বদা নয়, কখনো-কখনো মহারথীদের বিশেষত্বগুলি কম দেখে আর অবগুণগুলিকে গভীরভাবে দেখে আর ফলো করে। একে-অপরের সাথে বর্ণনাও করে যে, আমি সবাইকে দেখে নিয়েছি। মহারথীরাও বিকর্ম করে, আমরা তো এমনিতেই পিছনের দিকে আছি। মহারথীরা যখন পরিবর্তন হয়ে যাবে তখন আমিও হয়ে যাবো। কিন্তু মহারথীদের তপস্যা, মহারথীদের বহুকালের পুরুষার্থ তাদেরকে অ্যাডিশন মার্কস দিয়েও পাশ উইথ অনার করে দেয়। এখন এই অপেক্ষায় থাকবে কি যে যখন মহারথীরা পরিবর্তন হবে তো আমরাও পরিবর্তন হবো, তাহলে মায়ার কাছে ধোঁকা খেয়ে যাবে, এইজন্য মনকে অন্তর্মুখী বানাও। বুঝেছো। এটাও বাপদাদা অনেক শুনেছেন - দেখে নিয়েছি... দেখে নিয়েছি। আমারও তো চোখ আছে না, আমারও তো কান আছে না, আমিও অনেক কিছু শুনি। কিন্তু মহারথীদের এইসব বিষয়ে ঈর্ষা করবে না। ভালো জিনিসের সাথে রেস করো, খারাপ জিনিসের প্রতি ঈর্ষা ক'রো না, না হলে তো মায়ার কাছে ধোঁকা খেয়ে যাবে। বাবার খুব দয়া হয় কেননা মহারথীদের ফাউন্ডেশন হলো নিশ্চিত, অটুট-অচল, তার আশীর্বাদ স্বরূপ এক্স্ট্রা মার্কস মহারথীদের প্রাপ্ত হয়। এইজন্য কখনও মনের চোখকে এইসব বিষয়ের জন্য খুলবে না। বন্ধ রাখো। শোনার পরিবর্তে মনকে অন্তর্মুখী রাখো। বুঝেছো।

বাপদাদার চারিদিকের সকল লাভলীন আত্মারা, বাবার সকল সেবাধারী আত্মারা, সহজ পুরুষার্থকে ধারণকারী সকল

শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সর্বদা বাবার সমান লক্ষ্য আর লক্ষণগুলিকে সমাহিত করে নেওয়া, বাবার নিকট আত্মাদেরকে বাপদাদার অনেক অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- সবাইকে অমর জ্ঞান দিয়ে অকালে মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তকারী শক্তিশালী সেবাধারী ভব

জগতে আজকাল অকালে মৃত্যুর ভয় ছেয়ে গেছে। ভয়ভীত হয়েই থাচ্ছে, চলছে, ঘুমাচ্ছে। এইরকম আত্মাদেরকে খুশীর কথা শুনিয়ে ভয় থেকে মুক্ত করো। তাদেরকে এই খুশীর খবর শোনাও যে আমরা আপনাকে ২১ জন্মের জন্য অকালে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। প্রত্যেক আত্মাকে অমর জ্ঞান দিয়ে অমর বানাও যার দ্বারা তারা জন্ম-জন্মান্তরের জন্য অকালে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। এইরকম নিজের শান্তি আর সুখের ভাইব্রেশনের দ্বারা সবাইকে সুখ-শান্তির অনুভব করিয়ে শক্তিশালী সেবাধারী হও।

স্লোগানঃ- স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্সের দ্বারাই সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;